ফের বিরাটের সঙ্গে সংঘাতের দাবি ওড়ালেন শাস্ত্রী

ঝামেলা থাকলে বিশ্বকাপে পাঁচটা শতরান কী করে হল রোহিতের

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : বিরাট কোহলি বনাম রোহিত শর্মা। বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিশ্বকাপের পর প্রশ্নটা তাড়া করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে সেই 'বাউন্সারের' মুখে দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী। তবে 'ডাক' করার বদলে সোজা ওভার বাউন্ডারি হাঁকালেন বিরাট, রোহিতদের হেড স্যার। যুক্তি হিসেবে বিশ্বকাপে রোহিতের স্বপ্নের ফর্মকেই ঢাল করলেন! পালটা প্রশ্নে শাস্ত্রীর দাবি, বিরাটের সঙ্গে ঝামেলা থাকলে বিশ্বকাপে পাঁচ-পাঁচটা শতরান কী করে করল রোহিত?

সংক্ষিপ্ত ফর্মাটে ভারতীয় দলের অধিনায়ক-সহঅধিনায়কের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে শাস্ত্রী আরও বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে ভারতীয় ড্রেসিংরুমের অংশ আমি। প্রত্যেকে কীভাবে নিজেদের মাঠে মেলে ধরে, কতটা পরিশ্রম করে, সব কিছু দেখি। প্রত্যেকের ওয়ার্ক-এথিক্স সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। ফলে বারবার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা হাস্যকর এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। সংঘাতের যে দাবি করা হচ্ছে, তা যদি সত্যিই থাকত, তাহলে বিশ্বকাপে রোহিত কী করে পাঁচটি শতরান করল? কী করে বিরাট-রোহিতের এত বড়ো বড়ো পার্টনারশিপ হল? সমস্যা থাকলে এই পারফরম্যান্স সম্ভব হত না।'

রবি শাস্ত্রীর মতে, দলে ভিন্ন মত থাকতেই পারে। কিন্তু মতের ব্যবধান মানেই সংঘাত নয়। 'পনেরো জনের দলে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। সেটাই হওয়া উচিত। আমি নিজেও চাই না, সবাই একই মত পোষণ করুক। দলের মধ্যে আলোচনা জরুরি। আর ভিন্ন মতের মাধ্যমেই নতুন স্ট্র্যাটেজি, ভাবনা উঠে আসে। যার থেকে সেরাটা গ্রহণের চেষ্টা করি আমরা। এনিয়ে বিতর্কের বদলে, প্রত্যেককে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি,' বলছেন শাস্ত্রী।

দলের দুই স্তম্ভকে নিয়ে বিতর্ক দলে কোনো প্রভাব ফেলেনি বলেও দাবি করলেন শাস্ত্রী। বলেন, 'পাঁচ বছর ধরে যখন কোনো দল এরকম দাপট দেখায়, তখন এই ধরনের নেতিবাচক বিষয়ের কোনো প্রভাব কার্যত পড়ে না। টি২০, ওডিআই, টেস্ট হোক বা আইসিসি টুর্নামেন্ট, এই দলটা যে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য। আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা উদাহরণ রেখে যেতে চাই। গত আটের দশকে যা করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চলতি শতাব্দীতে তা করে দেখিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এই দলের সেই ক্ষমতা, যোগ্যতা রয়েছে। সঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছি আমরা।' আপাতত নতুন চুক্তিতে শাস্ত্রীর সামনে জোড়া চ্যালেঞ্জ, টি২০ বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। বিরাটদের হেড স্যারের বিশ্বাস, সাফল্যের গ্রাফটা বহাল থাকবে।

উৎসবের সাজে বিরাট কোহলি।

দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ

ব্যর্থ রাহুলের জায়গায় ওপেনিংয়ে সম্ভবত রোহিত

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেই আওয়াজটা উঠেছিল। টেস্ট সিরিজে ব্যর্থ লোকেশ রাহুলকে সরিয়ে রোহিত শর্মাকে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা। এবার সেই সুর খোদ নির্বাচক কমিটির প্রধান এমএসকে প্রসাদের গলাতেও। এদিন এক প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে রোহিতকে দিয়ে ওপেন করানোর ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। ক্যারিবিয়ান সফরে টেস্টে ভারত ২-০ জিতলেও ওপেনিংয়ে লোকেশ রাহুল প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। দীর্ঘদিন পর টেস্ট দলে রোহিত কামব্যাক করলেও, ওপেনিংয়ে লোকেশ এবং মিডলঅর্ডারে হনুমা বিহারির উপরই ভরসা রাখেন টিম ম্যানেজমেন্ট। হনুমা একটি সেঞ্চুরি সহ দুরন্ত ব্যাটিং উপহার দিয়ে নিজের জায়গা পোক্ত করে নিলেও, রান পাননি লোকেশ। চার ইনিংসে তাঁর স্কোর ছিল যথাক্রমে ৪৪, ৩৮, ১৩ ও ৬। নির্বাচকরা চাইছেন মিডলঅর্ডারের বদলে এবার টেস্ট ফর্মাটে আরও একবার রোহিতকে দিয়ে ওপেনিং কম্বিনেশন তৈরির। টি২০ ও ওডিআই ফর্মাটে রোহিত দলের এক নম্বর ওপেনার ও ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ। যদিও টেস্টে এখনও জায়গাটা পাকা করতে পারেননি। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আরও একটা সুযোগ পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। নির্বাচক কমিটির প্রধান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ হওয়ার পর নির্বাচক কমিটি এখনও বৈঠকে বসেনি। পরবর্তী বৈঠকে আমরা রোহিতকে দিয়ে টেস্টেও ওপেন করানোর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।'

রাহুলের অফফর্ম সম্পর্কে এমএসকে প্রসাদ বলেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার কেএল। তবে টেস্ট ফর্মাটে এই মুহূর্তে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও। আমরাও লোকেশের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত। ছন্দ ফিরে পেতে ক্রিজে সময় কাটানো জরুরি। কিন্তু সেটাই হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবেই এটা চিন্তার জায়গা।' প্রসঙ্গত, ক্যারিবিয়ান সফরের সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টেস্ট দলেও রোহিতকে খেলানোর দাবি তুলেছিলেন। যুক্তি ছিল, সংক্ষিপ্ত ফর্মাটে যে ফর্মে রয়েছে রোহিত, তাতে টেস্ট খেলার সুযোগ ওর প্রাপ্য। যুযবেন্দ্র চাহাল আর কুলদীপ যাদবরা এদিকে গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টি২০ সিরিজে সুযোগ পাননি। নবাগত রাহুল চাহার, ওয়াশিংটন সুন্দররা খেলেছেন। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেও চাহার-সুন্দররা রয়েছেন। তবে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের ভাবনাতে কুলচা জুটি আছেন বলে জানিয়েছেন প্রসাদ। নির্বাচক কমিটির প্রধান বলেন, 'টি২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বোলিং ব্রিগেডে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে আমরা নতুনদেরও দেখে নিচ্ছি। চাহাল ও কুলদীপ গত দুই বছর ধরে সংক্ষিপ্ত ফর্মাটে দলের অন্যতম সেরা পারফর্মার। নিশ্চিতভাবেই ওরা বিশ্বকাপ দৌড়ে রয়েছে।'

ধরমশালায় অনুশীলন সেরে ফিরছেন কাগিসো রাবাদা।

বিরাটকে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান বাছছেন রাবাদা

ধরমশালা, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতভূমে প্রোটিয়া চ্যালেঞ্জ।

সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে 'নতুন অধ্যায়' লিখতে মরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টি২০ ও তিনটি টেস্ট খেলবে প্রোটিয়ারা। যদিও ডুপ্লেসিসকে ছাড়াই বিরাট-রোহিতদের বিরুদ্ধে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্টে অধিনায়ক থাকলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে কুইন্টন ডি কককে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রসঙ্গ উঠতেই ডি ককের হয়ে সওয়াল করতে দেখা গেল প্রোটিয়া বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন ডিরেক্টর নোচ কুইকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই যে ডুপ্লেসিসের জায়গায় ডিককককে আনা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। কুই বলেন, 'অধিনায়ক এবং ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটে ফাফের গুরুত্ব কতখানি, সেটা আমরা জানি। ওঁর অবদান কখনই ভোলার নয়। তবে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। সেটা মাথায় রেখেই আমরা কুইন্টনের ওপর ভরসা রেখেছি।' প্রোটিয়া বোর্ডের ডিরেক্টরের কথা থেকেই স্পষ্ট, সামনের বছরে অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত টি২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দলে 'তাজা রক্তে'র আমদানি করতে চাইছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কুইন্টন আরও বলেন, 'ভারতের মাটিতে টি২০ সিরিজকে আমরা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখছি। সামনের বছর অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে দল তৈরি করে নেওয়ার এটাই ঠিক সময়। বিশ্বকাপের আগে ২০টি টি২০ খেলার সুযোগ পাবে ছেলেরা, সেটা প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট।' দলে অনেক মুখ নিয়েই ভারত সফরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁদের জন্য ডিককের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে জানান প্রোটিয়া বোর্ড ডিরেক্টর। কুইন্টন বলেন, 'ভারতের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে কুইন্টনের। সেই অভিজ্ঞতা বাকিদের কাজে দেবে।' ধারে ভারে ভারত এগিয়ে থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী নোচ কুই। আগামী রবিবার ধরমশালায় বিরাটদের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ খেলতে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ধরমশালার পিচ থেকে ব্যাটসম্যানরা সহায়তা পাবেন, এমনটাই মনে করছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ডি কক। তিনি বলেন, 'ধরমশালায় না খেললেও এর আগে দলের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি। গতবার এই মাঠে রোহিত আমাদের বিরুদ্ধে বড়ো রান পেয়েছিল। তবে রান তাড়া করে শেষাবধি দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছিল। আশা করব, এবারও পিচ থেকে তেমনই সহায়তা পাবে ব্যাটসম্যানরা।'

এদিকে, সিরিজ শুরু প্রাক্কালে বিরাট কোহলিকে দরাজ সার্টিফিকেট প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদার। নির্বাসন কাটিয়ে অ্যাসেজে ফিরে দারুণভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন অসি তারকা স্টিভ স্মিথ। কোহলিকে সরিয়ে টেস্টে বিশ্বের একনম্বর এখন তিনি। তবে রাবাদার চোখে স্মিথ নন, 'গ্রেট' হলেন বিরাট কোহলি। তাঁর সাফ কথা, 'বিরাট বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান। সাদা বলের ফর্মাটে ও অদ্বিতীয়। ক্রিকেটের অন্য ফর্মাটেও ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। দিনের শেষে বিরাট একজন লড়াকু যোদ্ধা। যে যেকোনো যুদ্ধ জেতার জন্য ঝাঁপাতে প্রস্তুত।' আসন্ন সিরিজে বিরাটের সঙ্গে দ্বৈরথ উপভোগ্য হবে বলে জানিয়েছেন প্রোটিয়া পেসার।

কোহলির সঙ্গে ব্যবধান বাড়াচ্ছেন স্মিথ

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : শীর্ষে পৌঁছোনোর পর এবার অবস্থানটা পাকাপোক্ত করার দিকেই এগোলেন স্টিভ স্মিথ। মঙ্গলবার প্রকাশিত টেস্ট ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকার ভিত্তিতে বিরাট কোহলির সঙ্গে পার্থক্যটা অনেকটাই বাড়িয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটসম্যান। ম্যাঞ্চেস্টারে ১৮৫ রানে অসিদের ম্যাচ জেতার পথে ২১১ ও ৮২ রানের দুটো ইনিংসে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন স্মিথ। সেই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আপাতত ৯৩৭ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। বিরাট কোহলির সঙ্গে আপাতত তাঁর পার্থক্যটা ৩৪ রেটিং পয়েন্টের। ২০১৭ সালে কুখ্যাত বল বিকৃতি কাণ্ডের আগে গড়া কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্টের হিসেবে দেখলে আর মাত্র ১০ পয়েন্ট দূরে দাঁড়িয়ে স্মিথ। অ্যাসেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে ছন্দ বজায় রাখলে হয়তো সেই রেটিং পয়েন্টের হিসেব ভেঙে দিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করে ফেলবেন স্মিথ।

এদিকে, স্মিথের মতোই শীর্ষস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন নজির গড়েছেন প্যাট কামিন্স। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ৭ উইকেট নেন কামিন্স। যার ফলে টেস্ট বোলারদের তালিকায় সবার ওপরে থাকার পাশাপাশি কেরিয়ারের সেরা ৯১৪ পয়েন্টে পৌঁছেছেন কামিন্স। ক্রমতালিকার পন্থা চালুর পর থেকে টেস্ট বোলারদের রেটিং পয়েন্টের বিচারে যা পঞ্চম সর্বোচ্চ। ২০০১ সালে যে রেটিং পয়েন্টে পৌঁছেছিলেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। আপাতত দুইয়ে থাকা কাগিসো রাবাদার সঙ্গে কামিন্সের পার্থক্য ৬৩ পয়েন্টের। বোলারদের তালিকায় তিনে উঠেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। জোশ হ্যাজেলউড ১২ থেকে আট নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন বোলারদের তালিকায়।

চালকের আসনে ইন্ডিয়া 'এ'

তিরুবনন্তপুরম, ১০ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে ইন্ডিয়া 'এ'। দিনের শেষে প্রোটিয়ারা দ্বিতীয় ইনিংসে তুলেছে ৫ উইকেটে ১২৫ রান। এখনও ভারতের থেকে ১৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে তারা। প্রথম ইনিংসে শুভমান গিল (৯০) ও জলজ সাক্সেনার (৬১ অপরাজিত) ব্যাটে ভর করে ৩০৩ রান তোলে ইন্ডিয়া 'এ'। গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের প্রথম ইনিংস ১৬৪ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২ উইকেটে ১২৯ রান তুলেছিল ভারত। এদিন শুরুতেই অঙ্কিত বাউনে (৬) ফিরে গেলেও শ্রীকার ভারতকে (৩৩) নিয়ে দলকে টানতে থাকেন অধিনায়ক শুভমান গিল। ৯০ রানের মাথায় দানে পিডেটের (৩/৮৪) শিকার হন তিনি। এনগিডি লুঙ্গিও (৩/৫০) তিনটি উইকেট নেন। শুভমানের প্রস্থানের পর কিছুটা পরপর উইকেট খোয়ালেও অলরাউন্ডার জলজ সাক্সেনা দলকে টানতে থাকেন লোয়ার অর্ডারকে সঙ্গে নিয়ে। শার্দূল ঠাকুরকে (৩৪) পাশে পেয়ে ১০০ রানের পার্টনারশিপ গড়েন তিনি। ১১টি চারের সাহায্যে জলজের অপরাজিত ৬১ রানের সুবাদেই তিনশোর গণ্ডি টপকায় ভারতীয় দল। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে প্রোটিয়া জুবায়ের হামজা (৪৪) ও হেনরিক ক্লাসেন (অপরাজিত ৩৫) ছাড়া কেউ খুব একটা লড়াই করতে পারেননি।

ভারতের চাপে পাকিস্তানকে না শ্রীলঙ্কার

পাকিস্তানের প্রযুক্তি মন্ত্রীর মন্তব্যে অবাক সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : চিরকালই তিনি ক্রিকেটের পক্ষে। ক্রিকেটারদেরও। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার ঘটনার পর যখন পাক ক্রিকেটারদের ছবি সরিয়ে নিয়েছিল, সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইমরান খান-ওয়াসিম আক্রামদের ছবি বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা থেকে সরাননি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটারদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের অন্দরের ছবিটা পুরো উলটো। শ্রীলঙ্কার আসন্ন পাক সফর নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যখন শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির ১০ জন ক্রিকেটার পাকিস্তানে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও টি২০ সিরিজ খেলতে যেতে অস্বীকার করেছেন। পাকিস্তানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফাওয়াদ হুসেন চৌধুরি তখন লাসিথ মালিঙ্গা, দিমুথ করুনারত্নে, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজদের এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ভারতকে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে পাকিস্তান সফরে গেলে আইপিএলের চুক্তি বাতিল হতে পারে, ভারতীয় বোর্ডের তরফে নাকি এমন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে মালিঙ্গাদের। তাই পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কার শীর্ষ স্তরের ক্রিকেটাররা যাচ্ছেন না বলে জানিয়ে পাক মন্ত্রী আজ বলেছেন, 'পাক ধারাভাষ্যকাররা আমায় জানিয়েছেন, আমাদের দেশে খেলতে এলে আইপিএলের চুক্তি বাতিল হতে পারে বলে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের থ্রেট করেছে ভারত। এটা খুব সস্তা ও নিম্নরুচির পরিচয়। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

পাকিস্তানের মন্ত্রীর এমন মন্তব্য সামনে আসার পর ভারতীয় ক্রীড়ামহলও অবাক। ভারতকে জোর করে টেনে এনে এর মধ্যে দুই প্রতিবেশীর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আরও 'হাওয়া' দেওয়ার নোংরা চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের দিকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, 'পাকিস্তানের মন্ত্রী কেন এমন কথা বললেন, জানা নেই। আমার সেভাবে কিছু বলারও নেই। শুধু একটাই কথা বলব, নিরাপত্তার ব্যাপারটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর এব্যাপারে সিদ্ধান্তটা সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো।' রাতের দিকে শ্রীলঙ্কা বোর্ড স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তান সফর হচ্ছেই। দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান সফরে যাবে। ফলে ২০০৯ সালের পর পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাক প্রশাসকদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে ভারতের ক্রীড়ামহল। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার পাকিস্তানে পৌঁছানোর কথা।

অ্যাসেজে বর্ণবিদ্বেষের ছায়া

স্টিভকে ছোঁয়ার স্বপ্নপূরণের আশায় 'অ্যাক্সিডেন্টাল ক্যাপটেন' পেইন

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ সেপ্টেম্বর : সময়টা ২০১৭। খেলা ছেড়ে ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী একটি সংস্থায় কাজের সুলুকসন্ধানের পথে পা বাড়িয়েই ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু বিধি বাম। যাওয়া আর হল না। ২০১৯-এ সেই মানুষটাই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটকে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। তিনি টিম পেইন। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক। আরও স্পষ্ট করে বললে 'অ্যাক্সিডেন্টাল ক্যাপটেন'।

২০১৮-তে 'বলবিকৃতি কাণ্ড' জীবন বদলে দেয় পেইনের।। বল বিকৃতির অভিযোগে নির্বাসিত হতে হয়েছিল তৎকালীন অসি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ এবং সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে। কলঙ্কের কালো চাদরে ঢাকা পড়া ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হাল ধরতে নির্বাচকরা তখন নেতৃত্ব সঁপেছিলেন পেইনের হাতে। ভুল লোকের হাতে যে দায়িত্ব তাঁরা তুলে দেননি তার বড়ো প্রমাণ, ২০১৯-এ ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত পারফরম্যান্স। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ১৮৫ রানে জয়ের সুবাদে সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে ব্যাগি গ্রিনরা। ওভালে না হারলে ট্রফি নিয়েই দেশে ফিরবে পেইনের অস্ট্রেলিয়া। যে কৃতিত্ব নেই গ্রেগ চ্যাপেল, রিকি পন্টিংয়ের মতো কিংবদন্তি অসি অধিনায়কের। পেইনের আগে এমন কৃতিত্ব শেষ যিনি অর্জন করেছেন তাঁর নাম স্টিভ ও। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দলের মেন্টর। ১৮ বছর আগে সিংহের ডেরা থেকে ৪-১-এ অ্যাসেজ জিতে ফিরেছিলেন স্টিভ। পেইনের সামনে এবার সেই 'মেন্টর'কে ছোঁয়ার হাতছানি। ম্যাঞ্চেস্টারে শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নন, ব্যাটসম্যান হিসেবেও ছাপ রেখেছেন পেইন। প্রথম ইনিংসে মূল্যবান ৫৮ রান যোগ করেন তিনি। তবে দলকে অ্যাসেজ জয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে গেলেও নিজেকে কৃতিত্ব দিতে নারাজ পেইন। তাঁর মতে, 'ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাসেজ জেতা আমার স্বপ্ন ছিল। তবে অধিনায়ক হিসেবে নয়, একজন অসি ক্রিকেটার হিসেবে এই স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছি। সেই স্বপ্নপূরণের খুব কাছে আমরা।' পাশাপাশি সিরিজে দুরন্ত পারফরম্যান্স করা স্টিভ স্মিথের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়।

এদিকে, বিড়ম্বনা যেন পিছু ছাড়ছে না ইংল্যান্ডের। অ্যাসেজে ক্যাঙারুবাহিনীর কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পাশাপাশি ম্যাঞ্চেস্টারে ডানা মেলল বর্ণবিদ্বেষের ছায়া। যাকে ঘিরে অস্বস্তি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডে। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে জোফ্রা আর্চারকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে ইসিবির কাছে। অতীতে ম্যাঞ্চেস্টারে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন ফুটবলার রাহিম স্টার্লিং এবং মার্কাস রাশফোর্ড। ক্রিকেটে মাঠে এমন ঘটনা বেশ বিরল। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, 'ম্যাঞ্চেস্টারের গ্যালারি থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য এবং কোরাস ভেসে আসার অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনায় আমি চিন্তিত। এটা গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের আচরণের কোনো স্থান নেই খেলায়।'

নাইটহুড পেলেন বয়কট, স্ট্রস

লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর : নাইটহুড পেলেন ইংল্যান্ডের দুই নামি প্রাক্তন ক্রিকেটার জিওফ বয়কট এবং অ্যান্ড্রু স্ট্রস। দু-জনেরই নাম সুপারিশ করে গিয়েছেন টেরেসা মে। যিনি এই বছরের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে সব প্রধানমন্ত্রীরই ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট ছেড়ে যাওয়ার আগে অধিকার আছে তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু বিশিষ্ট মানুষের নাম যাবতীয় রাজকীয় সম্মানের জন্য সুপারিশ করে যাওয়ার। মে সুপারিশ করেছেন ৫৭ জনের নাম। তার মধ্যে আছেন বয়কট ও স্ট্রস। দু-জনকেই অভিনন্দন জানিয়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। অবশ্য এই নিয়ে বিতর্কও যে হচ্ছে না তা নয়। কিছু মহিলা সংগঠন বয়কটের এই সম্মান পাওয়ায় একেবারেই খুশি নয়। বছর তিরিশ আগে ১৯৮৮ সালে বয়কটের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নাকি তাঁর এক বান্ধবীকে মারধর করেছিলেন। তার জল গড়ায় অনেকদূর। মহিলা সংগঠনগুলির বক্তব্য, এমন মানুষকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করার কোনো মানেই হয় না। বয়কট অবশ্য বলছেন, কে কি বলল তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। এখন তাঁর বয়স ৭৮। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২ অবধি। আট হাজারের ওপর রান করেছেন। কম যান না স্ট্রসও। খেলেছেন ১০০টি টেস্ট। তাঁর অধিনায়কত্বে দু-বার অ্যাসেজ সিরিজ জিতেছে ইংল্যান্ড। তার মধ্যে ২০১০-১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। সেটা ছিল ২৩ বছর বাদে 'অ্যাওয়ে' অ্যাসেজে ইংল্যান্ডের প্রথম জয়।

নতুন তথ্য ফাঁস কুকের

হাতের ব্যান্ডেজে ঘষে বল বিকৃতি ওয়ার্নারের

লন্ডন, ১০ সেপ্টেম্বর : অ্যাসেজের শেষ টেস্ট শুরু হতে মাঝে আর একদিন। সিরিজ বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টায় খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। কিন্তু তাঁর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে মানসিকভাবে খোঁচা দেওয়ার কাজটা। ফের একবার ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথকে কাঠগড়ায় তুলছেন ব্রিটিশরা। ওয়ার্নারের বলবিকৃতির নতুন তথ্য ফাঁস করে তার বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে নতুন অভিযোগ তুলেছেন অ্যালেস্টার কুক। হেডিংলেতে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক জয়ের পর বর্তমান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে সাজঘরে হাজির ছিলেন নাইট কুক। তিনি অবসর নিলেও এখনও ভালোভাবে জড়িয়ে দলের সঙ্গে। অ্যালেস্টার কুকের দাবি, হাতের ব্যান্ডেজে বল ঘষে বল বিকৃতি করার ঘটনা তাঁকে শুনিয়েছিলেন ওয়ার্নার। গতবছর কুখ্যাত বলবিকৃতি কাণ্ডের জেরে বছরখানেক নির্বাসিত করা হয়েছিল ওয়ার্নার, স্মিথকে। ক্যামেরন ব্যানক্রফটের বলে শিরীষ কাগজ ঘষা ধরা পড়েছিল হাতেনাতে। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে কুক বলেছেন, 'একবার উৎসবের মাঝে বেশ কিছু বিয়ার খাওয়ার পর কথাটা বলেছিল ওয়ার্নার। হাতের ব্যান্ডেজে বল ঘষে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বল বিকৃতি করত ও। পাশে বসা স্মিথ ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলেছিল, এটা বলা মনে হয় ঠিক হল না। স্টুয়ার্ট ব্রড তো বলল অ্যাসেজের মাঝে রিভার্স সুইং হচ্ছিল বল। তাই লোকে বুঝতে পারছে ঠিক কি হয়েছে। যেটা চেনা রাস্তা সেটা ছেড়ে মাঝে কেন যে ওরা শিরীষ কাগজ ব্যবহার করতে গেল, সেটাই বুঝছি না। যে কোনো মূল্যে জিততে হবে, এই মানসিকতা সামাল দিতেই ওরা এসব রাস্তায় হাঁটে।' এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টারে ম্যাচ জয়ের পর স্মিথের চশমা পরা সেলিব্রেশন দেখেও চটেছেন ব্রিটিশরা। স্মিথ নাকি জ্যাক লিচকে ব্যঙ্গ করতেই এভাবে চশমা পরে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন বলে তাদের দাবি। যদিও ইংল্যান্ডের অসি কোচ ট্রেভর বেইলিস ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন স্মিথের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ। বেইলিস বলেন, 'ভুয়ো খবর। মনগড়া ছাড়া কিছুই নয় এসব কথাবার্তা।'

অ্যাসেজের মাঝে ইংল্যান্ড দর্শকদের বিদ্রূপে সাফাই ওয়ার্নারের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ক্রীড়া কুইজ

আমাদের প্রশ্ন

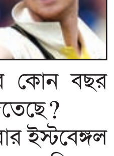

১. কার বাউন্সারে লর্ডস টেস্টে ঘাড়ে চোট পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে পারেননি স্টিভেন স্মিথ?

২. ইংল্যান্ডে শেষবার কোন বছর অস্ট্রেলিয়া অ্যাসেজ জিতেছে?

৩. কলকাতা লিগে এবার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দু-দলের বিরুদ্ধে গোল করেছেন এক ফুটবলার। কী নাম তাঁর?

৪. ইউরোপে এবার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন কে?

পাঠকের প্রশ্ন

৫. স্বপ্না বর্মন এই বছর কোন জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন?

ধর্ম দাস, সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার।

গত ক্রীড়া কুইজের সঠিক উত্তর

১. দু বছর পর, ২. অরুণ লাল, ৩. মার্কাস জোসেফ, ৪. বি সাই প্রণীথ, ৫. ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড।

সঠিক উত্তরদাতারা

অনুকূল দাস, প্রযত্নে সুকুমার দাস, বাড়িভাসা, শিলিগুড়ি। দেবাত্রীক, অভিনব, তন্বিষ্ঠা ও সুমেধা চক্রবর্তী, রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি। রঞ্জু মিত্র, বানারহাট বাজার, জলপাইগুড়ি। বীণাপানি সরকার হালদার, প্রযত্নে নীলরতন হালদার, চকভবানী, মালোপাড়া, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর। নীলরতন হালদার, প্রযত্নে নিমাইচন্দ্র হালদার, চার্চ রোড, আরিথাং, পুলিশ হেড কোয়ার্টারের পাশে, গ্যাংটক, সিকিম।

চিঠি এই ঠিকানায়

ক্রীড়া কুইজ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১।

অথবা

ই-মেল করুন

123sportsquiz@gmail.com

উত্তর পাঠান ১২ দিনের মধ্যে। তবে ফোনে কোনো উত্তর বা প্রশ্ন গৃহীত হবে না। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী 'ক্রীড়া কুইজ'-এর সঙ্গে প্রকাশিত হবে।